আলোচনা সভাস্থল:চুক নগর,ডুমুরিয়া,খুলনা ২২-০২-২০১৪

উপস্থিত সুধীবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম।

সি-টি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা।
আমাদের এই ফাউন্ডেশন অত্যন্ত ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। এটা কোন এনজিও নয়। কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি গবেষণাধর্মী ও প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান বলা যায় একে। নিজেদের অর্থেই আমরা এ কাজ করছি। আমাদের কাজের বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আজকের এই বৈঠক।

আমরা যে ধারণাটি নিয়ে কাজ করছি তা হলো 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ'। সংক্ষেপে একে আমরা বলছি সি-টি। আমরা মনে করছি: বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এই ধারণাটি নিয়ে সবার ভাবা উচিত। কেন এরকম ভাবছি আমরা সেটা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই আমি।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশে জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৬ কোটি। ২০৫০ নাগাদ এটা কমবেশি ২৪ থেকে ২৮ কোটি হবে। সংখ্যা হয়তো কমবেশি হবে। কিন্তু অনেক বড় একটা সংখ্যা তো হবে?
প্রশ্ন হলো, এই বিপুল মানুষ
কোথায় থাকবে? কী খাবে? এদের কর্মসংস্থানের উপায় কী হবে? এদের চলাচলের ব্যবস্থা কী হবে?
এরকম শত শত প্রশ্ন নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি।
সম্ভবত বাংলাদেশে কারোরই এমুহূর্তে ২০৫০ সালের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবার অবসর নেই। ইচ্ছাও নেই। কিন্তু সি-টি ফাউন্ডেশন মনে করে এটা নিয়েই আমাদের সকলের এখন বেশি করে ভাবা দরকার।
কারণ, আমাদের দেশটি ছোট। বাড়তি জনসংখ্যার বসবাসের জায়গা তৈরি করতে আমরা প্রতি বছর হাজার হাজার নতুন বাড়ি বানাচ্ছি। এতে কৃষি জমি কমছে বছরে এক শতাংশ হারে। তার মানে কয়েক দশক পরে আমাদের দেশে কৃষি জমিই হয়তো থাকবে না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে – আমরা খাবো কী?
নতুন ওঠা বাড়িগুলোকে হাইওয়ের সাথে যুক্ত করতে রাস্তাও বানাতে হচ্ছে প্রতি বছর শত শত কিলোমিটার। কিন্তু রাস্তায় যানজটের কারণে চলা যাচ্ছে না। কেউ-ই সময় মতো কোথাও যেতে পারছে না। যেখানে একসময় ২ ঘণ্টায় যাওয়া যেত সেখানে এখন ৪ ঘন্টা প্রয়োজন। শহরগুলোতে বিভীষিকাময় অবস্থা। কাজের সন্ধানে লাখ লাখ মানুষ ঢুকছে শহরে। এত মানুষ সেগুলো ধারণ করতে পারছে না। বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে শহর। ধনাঢ্যরা তাই পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। এতে করে, তারা দেশে আর বাড়তি বিনিয়োগ করতেও আগ্রহী নয়। বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হবে কোথা থেকে?
এভাবে আমরা ক্রমে এক অচলায়তনে পরিণত হচ্ছি।
সংক্ষেপে বললে, সি-টি ফাউন্ডেশন মনে করে, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের এরূপ সংকটগুলোর একটা বড় সমাধান হতে পারে দেশজুড়ে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ তৈরি করা। এধরনের টাউনশিপে এক সংগে কমবেশি ২০ হাজার মানুষের থাকার ব্যবস্থা হবে। যেখানে সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা, শিক্ষার ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি করা গেলে মানুষ আর কৃষি জমি নষ্ট করে ক্রমাগত বাড়ি না বানিয়ে এসব সি-টিতে এসে উঠবে। এরূপ প্রত্যেক সি-টি বিশেষ বিশেষ কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়কেন্দ্রীক হবে। যেমন, যে এলাকায় ডেইরি শিল্পের সম্ভাবনা থাকবে সেখানে সি-টি গুলো তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। যেখানে পর্যটনের সম্ভাবনা – সেখানে সি-টি গড়ে উঠবে তাকে কেন্দ্র করে।
সংক্ষেপে এই হলো, আমাদের ভাবনা। কিছু বই-পুস্তক প্রকাশ করেছি আমরা। সেখানে আরও বিস্তারিত আকারে আমরা এই ভাবনাটিই প্রচার করছি। কিন্তু আমরা শুধু প্রচারে সন্তুষ্ট নই। চাই, কোন না কোনভাবে এ বিষয়ে মানুষ উদ্যোগী হোক। সমস্যা নিয়ে আলাপ করা অনেক হলো– এবার দেশে প্রয়োজন সমাধান উদ্যোগ। আশা করি, সেটাও হবে।
আপনারা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে খোলামেলা কথা বলবেন– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা পুরো আলাপচারিতা নোট করবো এবং সেগুলো অন্য জায়গার মানুষদের শোনাবো।
ধন্যবাদ, সবাইকে।

আবুল হোসেন,
সাধারণ সম্পাদক
সি-টি ফাউন্ডেশন,ঢাকা।